NOV. 28 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

দৈনিক ইনকিলাব

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড- চির সত্য, চির অম্লান। মুসলমানের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল কোরআন। সেই গ্রন্থের প্রথম উক্তি 'একরা'। একরা অর্থ 'পড়ো'। যে ধর্মগ্রন্থ নিয়ে আমরা গর্ব করি, যে ধর্মগ্রন্থে মানব জাতির কল্যাণার্থে প্রতিটি দিক চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে মানব কল্যাণের দিকনির্দেশনা রয়েছে, সেই পবিত্র গ্রন্থের নাম কোরআন। সেই কোরআনে প্রথম উক্তি 'একরা' মানে 'পড়ো'। এত বড় সত্য পবিত্র ভাব্ধে আমরা কলুষিত করে অপবিত্রের দিকে ধাবিত হচ্ছি। এখন এ বিষয় নিয়ে জাতি হিসেবে ভাববার বিষয়। শিক্ষা সম্বন্ধে বহু উদাহরণ বিভিন্ন সময় নবী ও রাসূলদের বাণীর মাধ্যমে শোনা গেছে। 'একজন শিক্ষিত লোকের সারারাত ঘুমানো আর একজন মূর্খ লোকের সারারাত এবাদত করা সমান'- আল হাদিস। এই পবিত্র শিক্ষায় আমাদের করণীয় কি? শিক্ষার উন্নতিকল্পে অনেক শিক্ষা কমিশন তৈরী করা হয়েছে, সে

নূরুল আমিন দুদু

মতে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। আদৌ কি সঠিক শিক্ষা জাতিকে দিতে পেরেছে?

রাষ্ট্র বাংলাদেশের বয়স ৩০ বছর। বয়স হিসেবে কম হয়নি। সুষ্ঠু আদর্শিক শিক্ষা প্রসারে কতটুকু অবদান রাখতে পেরেছি তা ভাববার বিষয়। ৩০ বছর আগের শিক্ষা নিয়ে বিকশিত হয়েছি, কি শিক্ষা নিয়েছিলাম, কি শিক্ষা দিচ্ছি, এটাও ভাববার বিষয়।

লেখাপড়া আল্লাহর নিয়ামতের একটি অংশ। সেই লেখাপড়া কলুষিত করে অশিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছি। এর প্রতিকারের জন্য সরকারীভাবে, সামাজিকভাবে উন্নতিসাধন করতে বহু চেষ্টা করেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা ব্যবস্থা। এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি সরকারীভাবে গম ও উপবৃত্তি প্রদান করেও সুষ্ঠু এবং আদর্শিক আগ্রহ সৃষ্টি করতে পেরেছেন মূলত শিক্ষার সুষ্ঠু ও আদর্শিক দিক আশানুরূপ নয়। এর কারণ কি?

এ বিষয়ে একটি মতামত ব্যক্ত করতে চাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রাইমারী স্কুলগুলো কিভাবে গড়ে উঠল এবং শিক্ষক নিয়োগ কিভাবে করা হল, এ বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন মনে করি। বর্তমানে প্রতিটি থানায় প্রায় ৫০ থেকে ৬০টি করে বেসরকারী স্কুল করা হয়েছে। স্কুলগুলোর জায়গা এবং শিক্ষক কিভাবে নেয়া হল, এগুলো আজকে ভাববার বিষয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সমাজে সচেতন ব্যক্তি ও মহলবিশেষ ৫০ থেকে ৬০ হাত একটি ঘর এবং সমপরিমাণ জায়গা দান করে তার ছেলে, ভাতিজা, ভাই, গ্রামের বন্ধু-বান্ধবদের ছেলে ম্যাট্রিক পাস সার্টিফিকেটধারীকে ওই স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি কমিটি থাকে। সেই কমিটিকে সরকারীভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জায়গা দান করার ফলে যে শিক্ষকরা চাকরি পেল সেই শিক্ষকরা ওই স্কুলে চাকরি করতে পারবে না।

অনেক সময় বাড়ীর কাছে শিক্ষক শিক্ষকতা করলে পারিবারিক দ্বন্দ্বের জন্য স্কুলের ছেলেমেয়েদের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। এ ব্যাপারটাও ভাববার বিষয়। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে পারিপার্শ্বিকভাবে দূরত্ব বজায় রাখা দরকার। স্বাধীন হওয়ার পর থেকে প্রাইমারী স্কুল ও বেসরকারী স্কুলগুলো যেভাবে গড়ে উঠেছে এবং যেভাবে শিক্ষক নেয়া হয়েছে, এই শিক্ষকদের ছয় মাসিক বা এক বছরের শিক্ষাদান উপকরণ নির্দেশিকার মাধ্যমে থানাভিত্তিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। মূল কথা, একজন শিক্ষককে সর্বোপরি লেখাপড়ার মাধ্যমে ব্যস্ত রাখা। এ ব্যাপারে থানা শিক্ষা অফিসার ও কর্মকর্তাগণ জোরালো ভূমিকা নিলে শিক্ষার মান উন্নত করা সম্ভব। শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকা, ছাত্রের কর্তব্য সার্বক্ষণিক লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করা। এ দায়িত্বটুকু জোরালোভাবে জাগাতে পারলেই সুশিক্ষা অর্জন করা সম্ভব। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব অসীম, তা যদি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়, সেই স্কুলের কাছ থেকে আশানুরূপ ফল আর পাওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য- An aimless man is look like a boat without a rudder. বীজ বপনেই যদি জমিতে ঠিকমত চাষবাস না করা হয়, তাহলে জমির ফসলও ভাল হয় না। তাই প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিলে কয়েক বছরের মধ্যে সামাজিক অবক্ষয় কমে যাবে। ছেলেমেয়েদের পড়ায় আগ্রহী করে তুলতে হবে, সেই সাথে শিক্ষকদের দায়িত্ব সচেতনভাবে পালন করতে হবে। এ কাজটি একদিনে বা এক বছরে সম্ভব নয়। এর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেও অগ্রগতি সাধন করতে হবে। আমরা জাপান ও কোরিয়ার দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখা যাবে, তারা প্রাথমিক শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষা সুষ্ঠুভাবে দেয়ায় আজ জাপান ও কোরিয়া বিশ্বের দরবারে উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ক্ষেতের বীজ যদি নষ্ট হয় সেই ক্ষেত থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া কি সম্ভব?

সময় নষ্ট না করে প্রাইমারী শিক্ষাকে বাস্তবভিত্তিক গুরুত্ব দিয়ে ছাত্র-শিক্ষক দায়িত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে প্রচার মাধ্যমগুলোর জরুরী পদক্ষেপ নেয়া দরকার। সেই সাথে শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা জাতি ও ভবিষ্যৎ নাগরিকের স্বার্থে এখনই আশু ব্যবস্থা নেয়া জরুরী। কলুষিত শিক্ষার ফলে জাতি আজ মিথ্যার বেসাতিতে ভরে গেছে। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুদায়িত্ব মনে করে সর্বস্তরের জনগণের বিপ্লবসাধন করা আবশ্যক। এ দেশে আগামী দিনের কাণ্ডারী ভূমিকায় যারা আসবে তাদের জন্য অন্তত তাদের উচিত এমন সড়ক নির্মাণ করা,